বাংলার
কীটপতঙ্গ
গোপালচন্দ্র
ভট্টাচার্য

১৯৭৪-৭৫ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কারে প্রাপ্ত

বাংলার কীটপতঙ্গ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

ভূমিকা

কয়েক মাস আগে জগদীশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় তাতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গোপালবাবুর যে সব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল তার একটি সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে ভাল হয়। সেই অনুযায়ী গোপালবাবুর প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে বিশেষ আনন্দিত হলাম।

মাকড়সা, পিঁপড়ে এবং কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের আচরণ ও তাদের শারীরবৃত্তীয় ধর্মাবলী সম্পর্কে গোপালবাবুর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি শুধু ভারতেরই নয়, বিদেশের বিজ্ঞানী মহলেও এক সময় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল বলে আমরা জানি। যে যুগে কেউই মাতৃভাষায় নিজের গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশের কথা ভাবতেই পারতেন না, তখন গোপালবাবু বাংলাভাষায় তাঁর গবেষণার তথ্যাদি প্রকাশ করে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। তিনি অতি সহজ সাবলীল বোধগম্য ভাষায় তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখতেন। এজন্যে ছোটবড় সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে তাঁর লেখাগুলি খুবই সমাদৃত হতো। জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানা বিষয়ে তিনি লিখেছেন, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর জীববিদ্যা সম্পর্কিত রচনাগুলি। এই লেখাগুলি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আকর্ষণীয়। তিনি যে পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্যের সেবা করে আসছেন, তাতে তাঁকে এ যুগের অন্যতম পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গোপালবাবুর রচনাগুলি প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যের দিকে ছেলেমেয়েদের যেমন আকৃষ্ট করবে, তেমনি বড়রাও এই লেখাগুলি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। এই সংকলন গ্রন্থটি সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি।

২৬শে মার্চ ১৯৭৫

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার আছে। ১৯৭৫-এ বাংলার কীট-পতঙ্গ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সংস্করণের প্রুফ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখেছিলেন। কিন্তু পরের বিভিন্ন সংস্করণের প্রুফ লেখক দেখেন নি। লেখক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিও দেখেন নি। ফলে, বেশ কিছু প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বহু ছত্র মুদ্রিত হয় নি। বর্তমান সংস্করণ ১ম সংস্করণের পাঠের সঙ্গে ও প্রবাসী পত্রিকার পাঠ মিলিয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে ডঃ রতনলাল ব্রহ্মচারী ও ডঃ অজিতকুমার মেদ্দার নতুন প্রবন্ধ ও বিস্তৃত গ্রন্থ পরিচয় সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সংস্করণটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের বেশ কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করবে।

প্রয়াত গোপালচন্দ্রের পুত্রদের সহযোগিতা এবং ডঃ রতনলাল ব্রহ্মচারী, ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আশা করি বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সেরা দশটির একটি 'বাংলার কীট-পতঙ্গ'-র দে'জ সংস্করণও সমাদৃত হবে।

বিনীত

বইমেলা, ১৯৮৬

সুধাংশুশেখর দে

পরিমল গোস্বামী
বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

গোপালচন্দ্রের অন্যান্য বই ঃ

করে দেখ তিন খণ্ড

গোপালচন্দ্র অমনিবাস

[১]

[৩]

[৪]

[৫]

[৬]

[৭]